বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ,মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব হোসনে আরা তান্নি, প্রশাসক,উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ, বটিয়াঘাটা,খুলনা।

তারিখঃ ০৫/১০/২০২৫ খ্রি. সময়ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অত:পর সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও কমিটির সদস্য সচিব জানান যে, বর্তমানে মোটা ধান বাজারে ১৪০০/- থেকে ১৪৫০/- টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এবং মোটা চালের বাজার দর ৫২-৫৪ টাকা। সোয়াবিন ও সরিষা তেলের দাম উর্দ্ধমুখী। সরকার সোয়াবিন তেলের মূল্য লিটার প্রতি ১৭৫/- টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে যা ভোক্তা পর্যায়ে এখনো পৌছাইনি। বর্তমান দর ১৮৫/- হতে ১৯০/- টাকা লিটার। আটার দাম স্থিতিশীল । প্যাকেটজাত প্রতি কেজি আটার দাম ৫৫/-। মশুরীর ডাল ১১০/- হতে ১৩০/-কেজি। বর্তমান চিনির খুচরা মূল্য ১০৫/- হতে ১১০/- টাকা। পেয়াজের দাম স্বাভাবিক । প্রতি কেজি দেশী পেয়াজ ৬৫/-টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।

এ পর্যায়ে কমিটির সম্মানিত সদস্য ও অফিসার ইনচার্জ,বটিয়াঘাটা থানা জানান যে, বর্তমানে সবজির ফলন কম হওয়ায় বাজারে যোগান কম। ফলে সবজির বাজার দর উর্দ্ধমুখী। শীতকালীন সবজি বাজারে আসলেই সবজির দাম জনসাধারনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সরকারকে LC নিয়ন্ত্রনে গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি সিন্ডিকেটে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ী চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহন,ক্যাশ মেমো সংরক্ষণ এবং বাজার দর নিয়মিত টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করার প্রতি জোর দেন।

এ পর্যায়ে কমিটির সম্মানিত সভাপতি মহোদয় জানান যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএস কার্যক্রম (টিসিবি)/সাধারন, বছর ব্যাপি চালু থাকলে মোটা চালের দাম স্থিতিশীল থাকবে। বর্তমান চলমান ওএমএস কার্যক্রমে আটা বিক্রির পাশাপাশি চাল বিক্রির অনুমোদন পাওয়া গেলে চালের দাম স্থিতিশীল রাখা সহজ হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরো জানান যে, বাজার মূল্য যাতে নিয়ন্ত্রীত থাকে সে বিষয়ে প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণকে একযোগে কাজ করতে হবে। কোন অসাধু ব্যবসায়ী যেন ধান-চাল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে পরামর্শ দেয়া হয়।

বিস্তারিত আলোচনান্তে **সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**

সিদ্ধান্ত ঃ

১। কোন অসাধু ব্যবসায়ী যাতে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । মনিটরিং এর সময়ে চাল,গম,আটা,ময়দা,চিনি,লবন ও ভোজ্য তেলের আমদানী,চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক তথ্য যাচাই করবেন।

২। কোন ভাবেই ভেজাল/মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবেন না। ভেজাল/মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩। চলমান ওএমএস কার্যক্রমে আটা বিক্রির পাশাপাশি চাল বিক্রির অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৪। ব্যবসায়ীগণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা বোর্ডে লিখিত ভাবে প্রদর্শন করবেন ।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০৭/১০/২৫

(হোসনে আরা তান্নি)
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
ও
সভাপতি
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ,মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন কমিটি

BAZAR REAT NOT-15